উচিত কথা

ভজন সরকার

(২)

ফ্রাঙ্কফ্রুট বিমান বন্দরে যখন লুফথানসা বিমানের ৪৭০নম্বর জেটটি প্রায় জরুরি অবস্থায় অবতরণ করলো -তখনও ভাবিনি বিমানের প্রায় সাড়ে তিন শত যাত্রীর জন্য এক অবর্ণনীয় দুরাবস্থা অপেক্ষা করছে । আতঙ্কিত হলাম জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে । চারদিকে পুলিশ, ফায়ার সার্ভিস, এম্বুলেন্স মিলিয়ে এক যুদ্ধকালীন সংকট মোকাবেলার প্রস্তুতি । বিমান টারমিনাল থেকে অনেকদূরে দাঁড়িয়ে আছে প্রায় ফাঁকা এক নির্জ্জন রানওয়েতে। চারদিকে নিরাপদ দূরে সামরিক প্রস্তুতি । সবকিছু খোলসা হোলো পাইলটের ঘোষনায় । কানাডার টরেন্টো থেকে যাত্রা করে বিমানটি যখন আটলান্তিকের প্রায় মাঝখানে তখন টয়লেটে কোন এক যাত্রি আবিস্কার করে হাতে লেখা এক চিরকূট । তাতে ইংরেজীতে লেখা - এই বিমানে মারাত্মক বোমা আছে এবং তা যে কোনো সময়েই বিস্ফোরিত হবে । তার পর যা হচ্ছে আজকাল ৯/১১ -উত্তর আতঙ্কিত পৃথিবীতে !বিদ্যুৎ বেগে ছড়িয়ে যায় সে আতঙ্ক ফ্রাঙ্কফ্রুটে । সে পরিস্থিতিতেই যত আয়োজন । পাইলট যাত্রী সমেত বিমানটি পুলিশের হাতে তুলে দেয় । দুর্ভোগ নামক নাটকের উপক্রমনিকা শুরু সেখানেই ।

তারপর থেকে প্রায় ছয় -ঘন্টাব্যাপি খানা তল্লাশি । যাত্রীদের বারবার নিরাপত্তা তল্লাশির নামে এগেট থেকে ওগেটে । পাসপোর্ট চেকিং তো আছেই । কিন্তু না কিছুতেই কিছু পাওয়া যাচ্ছে না । সময় দ্রুত গড়িয়ে যাচ্ছে । কানেকটিং বিমানের সময় পেরিয়ে যাচ্ছে । কিন্তু এ দিকে কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই কারো । নির্দিষ্ট একটা হল ঘরে রাখা হয়েছে সবাইকে । খাবার নেই-পানীয় নেই । যাত্রীদের মধ্যে আছে শিশু, গর্ভবতী মহিলা, অসুস্থ বয়োবৃদ্ধা । কিন্তু না কাউকেই ছাড়া যাবে না । ফ্রাঙ্কফ্রুট পুলিশ এবং এয়ারপোর্ট পুলিশের তল্লাশীর পর একটু আশ্বস্থ হওয়া গেলো - যাক বাবা বাঁচা গেলো ! না, আবার ঘোষনা। এবার জার্মানীর ফেডারেল পুলিশের টেরোরিষ্ট ব্র্যাঞ্চকে ডাকা হয়েছে । তাদের পালা । শেষ নেই । সময়ের সাথে সাথে যাত্রীদেরও ধৈর্য্যের পারদ গলতে শুরু করেছে । এত ক্ষণ নেতিয়ে থাকা যাত্রীদের মধ্যে কেউ কেউ সশব্দ প্রতিবাদ শুরু করেছে । এবং আশ্চর্যভাবে হঠাৎ এক মাথা গরম মানুষের ধৈর্যচ্যুতির আস্ফালন দারুনভাবে কাজ দিলো । এত ক্ষণের ফিসফিসানি সশব্দ প্রতিবাদে ফেটে পড়লো । যাত্রীরা জানতে চায় - পুলিশ আসলে কি করছে ? তাদের পরিকল্পনাই বা কি? আর কতক্ষন লাগবে ? কখন ছাড়া হবে ? আর এই চার-পাঁচ ঘন্টার ফলই বা কি? এত সব প্রশ্নের উত্তরে জানা গেলো ,আসলে কালক্ষেপন ছাড়া আর কোনো পরিকল্পনাই নেই
পুলিশের । অথচ আমাদের পাশে বসা মহিলা-যাবে অস্ট্রিয়া । সেখানে মায়ের মৃতদেহ সৎকারের অপেক্ষায় আছে তার। বেচারির শত অনুনয়েও পুলিশের মন গললো না এতটুকু।

আমাদের কানেক্টিং ফ্লাইট কোলকাতার উদ্দেশ্যে জার্মানী ছেড়ে গেছে প্রায় ঘন্টা দু'য়েক আগে । ফলে আমাদের আর কোন তাড়া নেই । বাংগালি জাতির
অসহিষ্ণুতার সমস্ত অপবাদ ঘুচিয়ে চুপচাপ বসে আছি । হিসেব করছি কিভাবে পরবর্তী বিমানে ওঠা যায় ? এরই মধ্যে রবিঠাকুরের জুতা আবিস্কারের মতো আবিস্কৃত হলো এক সমাধান। যাত্রিদের স্বহস্তে লেখা নাম ঠিকানা রেখে দেয়া হবে । পরবর্তীতে বিশেষজ্ঞ দিয়ে সেই কুড়িয়ে পাওয়া চিরকুটের সাথে মিলিয়ে দেখা হবে । ''আমারও ছিলো মনে কেমনে ব্যাটা পারিলো সেটা জানতে ''। যা হোক, আমার পাঁচ বছরের ছেলেও উৎসাহি হয়ে উঠলো। তার সদ্য শেখা এ বি

সি ডি ঝালাই করে নেবে । পুলিশের মৃদু আপত্তি নাবালক বলে। কিন্তু জার্মান পুলিশের দূর্বল ইংরেজি কতটুকু বোধগম্য হলো জানি না । ছেলে আমার পরিস্কার বাংলায় গো ধরলো সে লিখবেই। আর তার উওরের দৃঢ়তা দেখে পুলিশ বললো ,'' ওকে, আই আন্ডারস্ট্যান্ড হিম । লেত হিম রাইট ।'' আমি আর কথা বাড়ালাম না । বাঁধা দিলাম না । পেছনে দাঁড়ানো শত শত মানুষকে অপেক্ষায় রেখে প্রায় মিনিট পাঁচেক নিজের নাম -ঠিকানা লেখার কসরত শেষ করলো সে । তার পর আমরাও এগিয়ে গেলাম অপেক্ষায় থাকা শাটল বাসের দিকে । যা আমাদের নিয়ে যাবে ফ্রাঙ্কফুর্ট বিমান বন্দরের নিদিস্ট টার্মিনালে । সেখান থেকে ধরবো ইন্ডিয়াগামি অন্য কোনো বিমান ? কিন্তু কবে ?সেটাই তো জানি না এখনো !

বিমান ফেল করে সুবিধেই হলো । ভারতের বানিজ্যিক রাজধানী বোম্বে । আগে যাই নি কখনো । এই সুযোগে দেখা যাবে । দেখা না গেলেও ছুঁয়ে তো যাওয়া যাবে কোলকাতার পথে । খানিকক্ষন সে আনন্দেই পথের ক্লান্তি ভুলে মশগুল রইলাম । সত্যি পথের ক্লান্তি ভুলে গেলাম বোম্বাই বিমান বন্দরের আভ্যন্তরিন টার্মিনালটি দেখে । পরিসেবার সব ধরনের মন্ত্র আত্মস্থ করে ফেলেছে ভারত - এই প্রথম টের পেলাম । যেমন সুশৃংখল- তেমনি ঝকঝকে পরিস্কার । টয়লেট থেকে টার্মিনাল - সবখানেই পেশাদারিত্বের ছাপ । ইন্ডিয়াজেটের কানেক্টিং বিমানটি যথা সময়েই কোলকাতার পথে উড়িয়ে নিলো আমাদের । কিন্তু তখনও জানি না , কালের তিলোত্তমা কোলকাতা ডুবে আছে বৃষ্টির জলে । আর তিন দশক কমিউনিষ্ট শাসিত পশ্চিম বংগের মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ডুবতে বসেছেন রিজওয়ান-প্রিয়াঙ্কার প্রণয় কান্ডে ।

।। অক্টোবর ২৫,২০০৭ ।।